দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 29 AUG 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

পরীক্ষা পাসের শিক্ষা নয় উৎপাদনমুখী শিক্ষা চাই

ইত্তেফাক রিপোর্ট ।। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলিয়াছেন, মেধাবী ও জ্ঞানীরা দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠায় মেধা ও জ্ঞানের বিকল্প নাই। সমৃদ্ধি অর্জন করিতে হইলে আমাদেরকে তাই মেধার সুষ্ঠু বিকাশ ও লালন করিতে হইবে। শুধু পরীক্ষা পাসের, সার্টিফিকেট অর্জনের শিক্ষা নয়, শিক্ষার সাথে জীবন ও সমাজের সংযোগ ঘটা-

(১০ম পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

(১ম পৃঃ পর)

ইতে হইবে। শিক্ষাকে উৎপাদনমুখী করিয়া তুলিতে হইবে। শিক্ষার মাধ্যমে বিপুল জনগোষ্ঠীকে কর্মশক্তিতে রূপান্তর করিতে হইবে। ইহার জন্য বৃত্তিমূলক, প্রায়োগিক ও কারিগরি শিক্ষার উপর জোর দিতে হইবে।

গতকাল (শনিবার) ওসমানী মিলনায়তনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত ১৯৯৩ সালের এস, এস, সি, ও দাখিল পরীক্ষায় কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে ভাষণ দানকালে প্রধানমন্ত্রী এই কথা বলেন। শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ ইউনুস খান, শিক্ষা সচিব মোঃ ইরশাদুল হক এবং ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর লতিফুর রহমান বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা ও যশোর বোর্ডের এস, এস, সি পরীক্ষায় মেধা স্থান অর্জনকারী ৩০৩ জন এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষায় মেধা স্থান অর্জনকারী ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রশংসাপত্র এবং পুরস্কার বিতরণ করেন। আনন্দমুখর এই অনুষ্ঠানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এম এ বারী, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ডঃ শমসের আলী, বাংলা একাডেমীর মহা-পরিচালক প্রফেসর হারুন-উর-রশিদ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে বলেন, তোমরা আমার অভিনন্দন গ্রহণ কর। তোমরা তোমাদের অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছ। দেশ পরিচালনার দায়িত্ব আগামীদিনে তোমাদের উপর বর্তাইবে। সেই দায়িত্ব পালনের জন্য এখন হইতে তোমাদেরকে তৈরী হইতে হইবে। আজকের মত আগামীদিনেও তোমাদের মেধার সর্বোত্তম পরিচয় দিতে হইবে। তোমাদের নিকট হইতে আমরা আরও সাফল্য, আরও কৃতিত্ব আশা করি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনার প্রচলন করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের ডাকিতেন। দেশ ও মানুষের কথা বলিতেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিক মূল্যায়ন। তাহাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রতকরণ। যাহাতে তাহারা কর্মজীবনে দেশের দুঃখ লাঘবে সচেষ্ট হয়। আমরা শহীদ জিয়ার নীতিই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকে। সেটা হইতেছে ব্যক্তির বিকাশ, সক্ষমতার সম্প্রসারণ, সমাজের সংস্কার এবং দেশের উন্নয়ন। পরিবর্তনশীল বিশ্বের সহিত আমাদের তাল মিলাইয়া চলিতে হইবে। গ্রহণ, উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করিতে হইবে আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তির। ইহার জন্য প্রয়োজন মেধার বিকাশ ও প্রতিপালন। আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা এই চেতনাকেই তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছি। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের শিক্ষার্থীরা উন্নত পরিবেশ পাইলে আরও বেশী সাফল্য প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইবে। এইসব শিক্ষার্থী তাহাদের অবদানের মাধ্যমে একদিকে দেশের কল্যাণ সাধন করিতে পারিবে, অপরদিকে তাহারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিবে। তাই আসুন, শিক্ষাক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আমরা সকলে একযোগে কাজ করি।

ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, দেশে অনেক গুণী ব্যক্তির জন্ম হইয়াছে। তাহাদের খ্যাতি বিশ্বের দরবারে আমাদেরকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। দীর্ঘ শোষণ ও শাসনে আমাদের সেই গৌরব আজ প্রায় হারাইয়া গিয়াছে। তোমাদেরকে এই হারানো গৌরব ফিরাইয়া আনিতে হইবে। কৃষক-শ্রমিক-দরিদ্র জনগণের মুখে হাসি ফোটাইতে একযোগে কাজ করিতে হইবে। তবেই না দেশের সমৃদ্ধি আসিবে, সার্থক হইবে তোমাদের মেধা, শ্রম ও অধ্যবসায়।

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে বলেন, একটা কথা মনে রাখ, তোমাদের চলার পথ শুরু হইল। ভবিষ্যতে তোমাদেরকেই দেশের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। কাজেই শিক্ষাজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তোমাদেরকে কৃতিত্ব অর্জন করিতে হইবে। আজকের এই সুন্দর দিনে তোমাদের প্রতি আমার ৩টি পরামর্শ : প্রথমে জীবনের লক্ষ্য ঠিক কর। সংকল্পবদ্ধ হও। কঠিন পরিশ্রম করার মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ কর।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও আমাদের ছেলে-মেয়েরা মেধার স্বাক্ষর রাখিতেছে। আজকের সংবর্ধিত ছাত্র-ছাত্রীরা প্রমাণ করিয়াছে, লেখাপড়ার প্রতি আন্তরিকতা থাকিলে কোন সংকটই বাধা হিসাবে দেখা দিতে পারে না। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে লেখা-পড়ার পাশাপাশি গণশিক্ষা কার্যক্রমে জড়িত হওয়ার পরামর্শ দেন।